[redacted]!

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মুঠোফোনে। এর সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম। তারা যখন দেখে সমাজের তথাকথিত ‘নেতারা’ কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই অনায়াসে এসব ভাষা ব্যবহার করছেন, তখন তারা একেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছে। এটি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষার পরিপন্থী।

রাজনৈতিক দলগুলোর নীরবতা ও দায়

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হলো, দলের শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতার মুখ থেকে এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আসার পর দলের পক্ষ থেকে সাধারণত কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। উল্টো অনেক সময় একে ‘স্লিপ অফ টাং’ বা ‘কথার কথা’ বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতা বা পরোক্ষ প্রশ্রয়ই অন্য নেতাদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে।

রাজনীতি হোক যুক্তির, মতাদর্শের এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার। কাদা- ছোড়াছুড়ি আর অশ্লীলতা দিয়ে সাময়িক করতালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা পুরো জাতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মনে রাখতে হবে, ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা তাদেরও দায়িত্ব। এই নোংরা সংস্কৃতির অবসান এখনই প্রয়োজন।

প্রকাশ পেল খালিদ মোশারফের বই ‘শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’

প্রকাশিত হল মেহেরপুরের তরুণ লেখক খালিদ মোশারফের রচিত বই-‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ । উল্লেখ্য খালিদ মোশারফ আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থী। ‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি খালিদ মোশারফের প্রকাশিত চতুর্থ বই। ইতিপূর্বে খালিদ মোশারফের শিক্ষা নিয়ে ’শিক্ষা ও শিক্ষক’ আরেকটি প্রবন্ধ গন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুইটি বই রকমারিসহ অন্যান্য অনলাইন দোকানে পাওয়া যাবে।

’শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি মূলত বিস্তৃত ক্যানভাসে শিক্ষা নিয়ে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পদচারণা।’বইটিতে একদিকে যেমন

জন্যই এক অমূল্য সংগ্রহ। ক্লাসরুমের ভেতরের এবং বাইরের এই বিস্তীর্ণ জগতকে নিয়ে আমাদের এই বিশ্লেষণমূলক যাত্রা পাঠকের মনোজগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষাকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করবে—এটাই একান্ত প্রত্যাশা।

লাউ চাষে স্বচ্ছলতার ভরসা পাচ্ছেন চাষীরা

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে দেশীয় জাতের লাউ চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে তাপপ্রবাহের কারণে কিছুটা ফলন কম হলেও বাজারে ভালো দাম পাওয়ায় সন্তুষ্ট তারা। বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে উৎপাদন খরচের তুলনায় প্রায় তিনগুণ লাভের আশা করছেন চাষিরা।

জেলার বিভিন্ন মাঠে সবুজে ঘেরা মাচায় ঝুলছে শত শত লাউ। গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃষক বাবলু হোসেন প্রতি বছরের মতো এবারও অন্যান্য সবজির পাশাপাশি লাউ চাষ করেছেন। তিনি জানান, এবার দুই বিঘা জমিতে মাচা পদ্ধতিতে লাউয়ের আবাদ করেছেন। শুরু থেকেই সঠিক পরিচর্যা, উন্নত মাচা তৈরি, পরিমিত সার প্রয়োগ ও সেচ ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষেতে ভালো ফলন এসেছে।

তিনি আরও বলেন, চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই লাউ বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রতিটি লাউ পাইকারি বাজারে ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সপ্তাহে তিন দিন প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি লাউ উত্তোলন করা যাচ্ছে। এক বিঘা জমিতে বাঁশের খুঁটি, তার, চারা ও জমি প্রস্তুতে খরচ হয় প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। তবে এই অবকাঠামো ব্যবহার করে একাধিক মৌসুমে চাষ করা সম্ভব। প্রতি বছর এক বিঘা জমি থেকে ১ থেকে দেড় লাখ টাকার লাউ বিক্রি করা যায় বলে জানান তিনি।

শুধু বাবলু হোসেন নন, জেলার বিভিন্ন এলাকায় অনেক কৃষকই এখন মাচা পদ্ধতিতে লাউ চাষে ঝুঁকছেন। কেউ কেউ একই জমিতে সাথী ফসল হিসেবে বরবটি, ধনিয়া, ঢেঁড়স, লালশাকসহ অন্যান্য সবজি চাষ করছেন, যা থেকে অতিরিক্ত আয় করা যাচ্ছে।

জুগিন্দা গ্রামের কৃষক ফয়জা জানান, তিনি এক বিঘা জমিতে লাউয়ের পাশাপাশি সাথী ফসল হিসেবে বরবটি চাষ করেছেন। বরবটি একদিন পরপর তুলে বাজারে বিক্রি করা যায়, এতে নিয়মিত আয় হচ্ছে। বর্তমানে লাউ গাছেও ভালো ঝাঁলি ধরতে শুরু করেছে, এতে ভালো ফলনের আশা করছেন তিনি। তার মতে, মাচা পদ্ধতিতে লাউ চাষ লাভজনক, কারণ এতে রোগবালাই কম হয় এবং একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায়।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের লাউচাষি ফকির মাহমুদ বলেন, লাউয়ের মাচা পদ্ধতি এখন আমাদের এলাকায় অনেকেই করছেন। এ পদ্ধতিতে লাউ চাষে খরচ একটু বেশি হলেও একবার মাচা তৈরি করলে কয়েকবার ব্যবহার করা যায়। লাউ চাষে শুরুতে একটু পরিশ্রম বেশি, কিন্তু গাছ বড় হলে পরিচর্যা সহজ হয়ে যায়। এবার গরমের কারণে কিছু ফুল ঝরে গেছে, তবুও যা লাউ হচ্ছে তাতে খারাপ না। বাজারে দাম ভালো থাকায় লাভের আশা করছি।

কৃষকদের ভাষ্যমতে, মাচা পদ্ধতিতে চাষ করলে গাছ মাটির সংস্পর্শে কম থাকে, ফলে রোগবালাই ও সেচ খরচ কমে। পাশাপাশি লাউয়ের গুণগত মান ভালো হওয়ায় মেহেরপুরের উৎপাদিত লাউয়ের চাহিদা রয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়।

কৃষিপ্রধান জেলা হিসেবে পরিচিত মেহেরপুরে লাউ চাষ এখন অনেক কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতার অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত বছর জেলায় ৩১০ হেক্টর জমিতে লাউয়ের আবাদ হয়েছিল। চলতি বছরে সেই আবাদ বেড়ে ৩০ হেক্টর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪০ হেক্টরে।

এ বছর লাউ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ হাজার ২০০ টন। বাজারদর অনুকূলে থাকলে এ মৌসুমে শতকোটি টাকার লাউ বিক্রির আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা জানান, মাচা পদ্ধতির পাশাপাশি মালচিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাউ চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মাটির আর্দ্রতা দীর্ঘসময় ধরে রাখা যায়, আগাছার পরিমাণ কমে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের নিয়মিত পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎসাহিত করার ফলে জেলায় লাউয়ের আবাদ বাড়ছে এবং কৃষকরাও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

সাংবাদিক হামিদুল ইসলামের মায়ের দাফন সম্পন্ন

সাংবাদিক হামিদুল ইসলামের মা রিজিয়া বেগম (৬৭) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানা যায়, চার মাস আগে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থতা অনুভব করলে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসা নেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায়, তিনি ডায়াবেটিস, লিভার ও কিডনি সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছিল।

অবস্থার তেমন উন্নতি না হওয়ায় প্রায় এক মাস আগে তাকে বাড়িতে এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বাদ যোহর নামাজে জানাজা শেষে মোমিনপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মরহুমার জানাজায় অংশগ্রহণ করেন সাবেক এমপি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসী।

[redacted]

[redacted]

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মামলার বাদি দেবাশীষ কুমার বাগচি জানান, আদালত আড়াই মাস আগে ক্রোক আদেশ দিয়েছেন। আড়াইমাস পেরিয়ে গেলেও জেলা প্রশাসন থেকে এখনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।হবে, হচ্ছে বলে শুধু দিন পার করছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, “ ক্রোক আদেশের কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ বলেন,“ক্রোকের আদেশ পাওয়ার পর সাবেক ভিসি স্যার এসি ল্যান্ড কে তদন্ত দিয়েছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে ডিসি স্যার কে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্যার বদলি হয়ে যাওয়ায় ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে আশা করি আগামী সপ্তাহে আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারবো।”

মেহেরপুরে পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সমস্যার সমাধান করেন এবং

অন্যান্য বিষয় দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মেহেদি হাসান দিপুসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সিভিল স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শব্দ দূষণবিরোধী অভিযানে ৫ যানবাহনকে জরিমানা

জাতীয় শব্দ সচেতনতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার পাসপোর্ট অফিসের সামনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২৫ অনুযায়ী এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত বিধি অমান্য করার প্রমাণ পাওয়া গেলে ৬(২) বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ১৯ বিধি অনুযায়ী ৫টি যানবাহনকে মোট ৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরের বড়বাজারে বাজার মনিটরিং টাস্কফোর্সের অভিযান চালিয়ে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে পুলিশ, ব্যাটালিয়ন আনসার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টর অংশগ্রহণ করেন।

অভিযানকালে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্রয়-বিক্রয়ের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ এবং পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সময় মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৮ ধারা এবং কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮-এর ১৯(১)(ঙ) ধারায় তিনটি পৃথক মামলায় মোট ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত ও বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নাফিউল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উপস্থিত বক্তৃতা (একক) প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি মোঃ নাফিউল ইসলাম।

মঙ্গলবার বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চলের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. আনিস-আর-রেজার সভাপতিত্বে বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ড. মোঃ গোলাম হায়দারের হাত থেকে নাফিউল ইসলাম সম্মাননা গ্রহণ করেন।

খুলনা অঞ্চলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় তাঁর বাচনভঙ্গি, যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপন এবং আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স উপস্থিত বিচারক জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহেজাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রতিযোগিতায় তাঁর এই কৃতিত্ব তাকে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা

বক্তার আসনে অধিষ্ঠিত করে।

তাঁর এ সাফল্যে কলেজ পরিবারসহ বিভিন্ন মহল থেকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ইটভাটায় অবৈধভাবে কাঠ ব্যবহার, ৩ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বারাকপুর এলাকায় অবস্থিত আলিফ ব্রিক্স নামক একটি ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভাটাটি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারীর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে দেখা যায়, ইট প্রস্তুতের জন্য জ্বালানি হিসেবে অবৈধভাবে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর সরাসরি লঙ্ঘন।

এ অপরাধে ভাটা কর্তৃপক্ষকে ৩ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং পরিবেশ রক্ষায় ভাটাটি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।